সমির আমিনঃ এক দক্ষিণের অর্থনীতিবিদের চিন্তাশক্তি

মূল লেখা : এন্ড্রিউ রবিনসন
ভূমিকা ও অনুবাদ : বর্ণা বসু

> “সেই কারণে আমি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী,
> জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক
> সংগ্রাম একযোগে পরিচালিত হওয়া উচিত ।”
> –সমির আমিন

মিসরীয় বাবা আর ফরাসি মায়ের সন্তান সমির আমিন । মা-বাবা দুজনই ছিলেন পেশায় ডাক্তার । মোটামুটি অভিজাত বংশেই তাঁর জন্ম, যাকে তখনকার সময়ে বলা হত কপ্টিক বংশ । বেড়ে ওঠা উদারনৈতিক পরিবেশে । তাঁর দাদা ছিলেন রেলওয়ে প্রকৌশলী, যিনি পরিচালক পর্যন্ত যেতে পারতেন । কিন্তু তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরিবেশ তাঁকে পরিচালক হতে দেয়নি । দাদার মৃত্যুর পর ১৯৩৭ সালে বাবার কাছ থেকে শুনতেন তাঁর দাদার গল্প । তাঁর বাবা ছিলেন ওহাবি, তবে অবশ্যই প্রথাগত নয় । ওহাবি মতবাদের সাথে উপনিবেশ বিরোধী জাতিয়তাবোধ, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ আর গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ছিল সুস্পষ্ট । আর এই বিশ্বাসগুলোই তাঁকে নাসেরের জাতীয়তাবাদী দলের নিকটবর্তী করে তোলে । তাঁর নানা ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রী । ভাঙা ভাঙা ফরাসি বলা এই ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক প্রায়ই ফরাসি বিপ্লবের গল্প বলতেন আর নিজের স্ত্রী অর্থাৎ আমিনের নানিকে ভলতেয়ার নামে ডাকতেন তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যের জন্য ।

সমির আমিন তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেই স্বীকার করে গেছেন, Ancestors do matter পূর্বসূরিরা আসলেই গুরুত্ব বহন করে । তবে তা রক্তের কারণে নয় । বরং একই সাথে জীবনের অনেকটা বছর কাটানোর জন্য । কায়রোর তরুণরা যখন প্রো-ন্যাশনালিজম আর প্রো-কমিউনিজমে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তরুণ আমিন তখন সমাজতন্ত্রীদের দলে ভেড়েন । তাতে তাঁর বাবা বরং খুশিই হয়েছিলেন । এই সমর্থন করা প্রকারান্তরে ওহাবিজমের বাইরে তাঁর উদার মানসিকতাই প্রমাণ করে । সামির আমিনের মা-বাবার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তাঁদের মেডিক্যালে পড়ার সময় । সেখান থেকেই পরিণয়, যা পরে বিয়েতে গড়ায় । বিয়ের পর আমিনের মায়ের ডাক্তারি চালিয়ে যাওয়া কায়রোর সেই সমাজে অনেকটা বেমানানই ছিল । পাকাপাকিভাবে তাঁর বাবা পোর্ট সাইয়িদে চলে আসার পর তাঁর মায়ের পক্ষে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা সহজ হয়, অন্তত তুলনামূলকভাবে ।

সমির আমিনের জন্ম ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, অথচ তাঁর বেড়ে ওঠার সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে । তিনি কায়রোতে মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষে উচ্চতর পড়াশোনার পর পাড়ি জমান ফ্রান্সে । ফ্রান্স থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন । সেখানকার পরিবেশ সামির আমিনকে পূর্ণতা দেয় । পূর্বসূরিদের থেকে প্রাপ্ত উদার ধ্যানধারণা ও তৎকালীন পরিবেশ তাঁকে ধীরে ধীরে একজন মার্ক্সিস্ট তাত্ত্বিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করে । তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত পড়াশোনাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই । ফ্রান্স, মিসরসহ অনেক জায়গার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন । শেষ বয়সে এসে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের প্রধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ।

তাঁর চিন্তায় তাঁর পূর্বসূরিদের ছাপ সুস্পষ্ট । তাঁর লেখায় যেমন পাওয়া যায় মার্ক্সবাদের ভিত্তিকে শক্ত করার প্রয়াস, ঠিক তেমনি পাওয়া যায় ধর্মের নামে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর । Maldevelopment বা বিকৃত উন্নয়ন, Capital accumulation বা পুঁজির পুঞ্জীভবনে উঠে আসে তাঁর মার্ক্সের ভিত্তিকে শক্ত করার প্রয়াস ।

তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত বই Les effets structurels de l'intégration internationale des économies précapitalistes থেকে শুরু করে মারা যাওয়ার বছরেও প্রকাশিত হওয়া Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx’s Law of Value তে রয়েছে তাঁর চিন্তার ছড়ানো-ছিটানো অথচ বিস্তারিত আখ্যান ।

সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বনাম পুঁজির সম্প্রসারণ

মূলধারার অর্থশাস্ত্র জাতীয় অর্থনীতিগুলো স্বতন্ত্র হিসেবে দেখে । তাঁর বিপরীতে গিয়ে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বিশ্ব অর্থনীতিকে সংহত অবস্থানে দেখে । রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা হল পুঁজির বৈশ্বিক সম্প্রসারণের ফলাফল । অর্থাৎ ধনী ও গরিব রাষ্ট্রগুলো অবিচ্ছেদ্য । আমিন বিশ্বায়নকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের একটি সম্প্রসারণ বলে মনে করেন । এখনকার দিনের উন্নয়ন অধ্যয়নে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব গুরুত্ব পাচ্ছে না । এর কারণ রাজনৈতিক, কোন তথ্য পরিসংখ্যান নয় । তবে প্রান্তস্থ দেশে অসম উন্নয়নের বাস্তবতায় এ তত্ত্ব এখনও প্রাসঙ্গিক ।

বৈশ্বিক পুঞ্জিভবন এবং অপূর্ণ উন্নয়ন

আমিনের মতে, প্রান্তস্থ দেশের অনুন্নয়ন আসলে উন্নয়নের ঘাটতি নয়; ধনী দেশের উন্নয়নের উল্টো পিঠ । কারণ ধনী দেশগুলোর বিকাশ আসলে অন্য দেশের শোষণের ওপর নির্ভরশীল এবং সেটাই অনুন্নয়ন ঘটায়। ‘Accumulation on a World Scale and Maldevelopment’ বইয়ের বিভিন্ন লেখায় তিনি নয়া ধ্রুপদ অর্থশাস্ত্রকে সমালোচনা করেছেন । অন্যান্য নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিকের মতই তিনি মনে করেন, বৈশ্বিক অর্থনীতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই গরিব দেশের স্বার্থের বিনিময়ে ধনী দেশগুলোর সমৃদ্ধিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে ।

পুঁজির বিস্তার নিয়েও আমিনের সাথে মূলধারার অর্থনীতিবিদদের ভিন্নমত ছিল । কারণ মূলধারার অর্থশাস্ত্র মূলত পুঁজির সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে, যেখানে সামাজিক দ্বন্দ্বের ভূমিকা বাদ পড়ে যায় । আমিন বলেন, পুঁজির সম্প্রসারণ একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে তা বিশ্বব্যাপী জায়গা করে নেয় । ইতিহাসগত ভাবে এটাকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়ঃ প্রথমত, বাণিজ্যবাদী কাল (১৫০০–১৮০০), যেখানে বিনিময় প্রথার আন্তর্জাতিকীকরণ হয় চীন ও ভারত লুটের মাধ্যমে; এর পরে আসে প্রতিযোগিতামূলক পর্ব (১৮০০–১৮৮০), যেখানে পুঁজিবাদ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতা হিসেবে আসে । আর তৃতীয়ত আসে মনোপলি বা একচেটিয়া পুঁজিবাদ (১৮৮০–বর্তমান), যা মুনাফার হার কমানোকে ঠেকায় অসম বণ্টনের মাধ্যমে । মুনাফার নিম্নগামিতার কারণে সৃষ্ট সংকট নিয়ে মার্ক্সের মত তিনি নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন । কারণ তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ের একচেটিয়ার কারণে দরিদ্র দেশগুলো ছিটকে যাচ্ছে । বৈশ্বিক একচেটিয়া মডেলটি প্রযুক্তি, আর্থিক প্রবাহ, সামরিক শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর হস্তক্ষেপ করে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে । অন্যদিকে অসম বিনিময় প্রথা অসমতাকেই পুনরুৎপাদিত করেছে, যেখানে ধনী দেশগুলো

উপনিবেশবাদ স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন করে যাচ্ছে। দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়ন আজকাল ‘অনুন্নয়নের উন্নয়ন’ ধারায় পরিণত হয়েছে। এরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাবে, তবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে সেটা অনুপস্থিত থাকবে; কারণ উদ্বৃত্ত অংশ কাঠামোগত সমন্বয় ও ঋণ পরিশোধেই ব্যাপৃত থাকে।

বিশ্ব এখন ধনী রাষ্ট্রগুলোকে কেন্দ্রস্থ আর গরিব দেশগুলোকে প্রান্তস্থ করে বিন্যস্ত। ধনী দেশগুলোর মজুরি গরিব দেশের তুলনায় বেশি, কারণ এটা বিশ্ববাজারের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিশ্ববাজার সম্পর্কে আমিনের ধারণা যে এটা বিকৃত, একই রকম উৎপাদনশীল শ্রমিক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হারে মজুরি পাচ্ছে। আর এটাই অসম বিনিময়ের আরেকটি উদাহরণ। বিশ্ব পুঁজিবাদ এখানে পণ্য ও মূলধনকে যুক্ত করতে চাইছে, তবে শ্রমকে নয়।

অসম বিনিময় হচ্ছে উত্তরের শ্রমিকের এক ঘণ্টার উৎপাদনশীল শ্রমের সাথে দক্ষিণের শ্রমিকের বহু ঘণ্টার শ্রমের বিনিময়। আমিন বিশ্বাস করতেন না যে বিশ্বায়ন অসম বণ্টনকে দূর করবে। কারণ অসম বিনিময়ই গরিব দেশে বিনিয়োগের প্রধান আকর্ষণ। ধনী দেশগুলোর পুঁজিবাদে যা ঘটেনি, দরিদ্র দেশগুলোতে সেটা ঘটে চলেছে, তার মধ্যে রয়েছে আমলাতান্ত্রিক ব্যয়মুখিতা, দ্রুত নগরায়ণ, অর্থনীতির কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা। বৈশ্বিক বাজারে রফতানিমূলক উন্নয়ন, ভারী শিল্পের পরিবর্তে হালকা শিল্প, কৃষিজাত পণ্যের বদলে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ, যা রফতানি বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক ‘আলৌকিক’ ঘটনা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে স্থবিরতাই প্রধান। প্রায় সব প্রান্তস্থ দেশের জন্যই প্রান্তস্থ অবস্থায় উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র দেশগুলো নিজেদের শোষণকে নিজেরা অর্থায়ন করে থাকে। যেমন–পারস্য উপসাগরীয় তেল থেকে যে মুনাফা আসে তা মার্কিন ব্যাংকে বিনিয়োগ করে থাকে, বিদেশে তেল কোম্পানির মুনাফা থেকে মার্কিন সরকার পুনরুপনিবেশবাদের জন্য অর্থায়ন করে। আমিনের তত্ত্বমতে, কেন্দ্র ও প্রান্তস্থ দেশগুলোর সম্পর্ক মার্ক্সবাদের মনিব ও শ্রমিকের সম্পর্কের সাথে তুলনীয়।

ইউরোকেন্দ্রিকতার বিপরীতে গিয়ে আমিন বলেন, ইউরোপকে বিশ্বের কেন্দ্র বলা ভুল। পুঁজিবাদী যুগে ইউরোপ প্রভাবশালী ছিল, যেখানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্র হিসেবে ছিল। বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, পুঁজির বিশ্ব প্রকল্প বিশ্বকে একত্রিত করে। বাস্তবে পুঁজিবাদ সমতা তৈরি করে না; বরং মেরুকরুণ করে। তার ফলে ইউরোকেন্দ্রিকতা কোন প্রকৃত সম্ভাবনা নয়, একটি দৃশ্যকল্প তৈরি করে। এটাই বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পুনঃসংস্করণ করে আর ফ্যাসিবাদ চিরস্থায়ী ঝুঁকি হিসেবে থেকেই যায়।

‘সন্ত্রাসের যুদ্ধ’ বিশ্লেষণে সমির আমিন বলেন যে এটি একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সংযোজনের ফলাফল, বিশেষ করে আমেরিকান পুঁজিবাদের বর্বর প্রকাশ। জাতীয়তাবাদকে বুর্জোয়া মতাদর্শ হিসেবে তিনি সমালোচনা করে বলেন, জাতি পুঁজিবাদের ফসল এবং এটি রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও পুঁজিবাদী বাজার দ্বারা নির্মিত। আমিন মৌলবাদ ও জাতিগত জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল ও অযৌক্তিক ধারা হিসেবে। বলেন, শ্রেণি রাজনীতির অনুপস্থিতিতে এগুলোর বিকাশ ঘটে।

সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (আধিপত্যমুক্তি)

সমির আমিনের কাছে বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বিকল্প ধারণা হল অসংযুক্তিকরণ। তিনি প্রতিটি দেশকে পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক থেকে অভ্যন্তরীণ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। বহিরাগত অর্থনৈতিক শক্তি থেকে অভ্যন্তরীণ নীতিগুলোকে গুরুত্ব দেয়ার মানে বৈশ্বিক যোগাযোগ প্রত্যাখ্যান নয়, একটি নব্য জাতীয় অর্থনীতি তৈরি করা। বৈশ্বিক দক্ষিণের স্বাধীন রাষ্ট্র আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে টিকে আছে, কিন্তু উন্নয়নের পুরনো ধারা অনুন্নয়ন সৃষ্টি করার কাজকে অব্যাহত রাখছে। যেখানে অসংযুক্তিকরণ বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (অন্য কথায় আধিপত্যমুক্তি) সামাজিক কাঠামোগত ক্ষমতা থেকে স্বাধীনতা দেয়। অসংযুক্তিকরণ ‘তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব’কে পেছনে ফেলে মৌলিক পণ্যের চাহিদাকে সামনে তুলে ধরবে, যার ফলে অনেক দেশকেই আমদানীকৃত খাদ্যের ওপরে নির্ভরশীল হতে হবে না। আমিন বিশ্বাস করেন যে পুঁজিবাদী যুক্তি ও তার বিরোধী সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই ইতিহাস অগ্রসর হয়।

মূল লেখা

Andrew Robinson:
An A-Z of theory: Samir Amin (part 1&2)
www.ceasefiremagazine.co.uk

সমির আমিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই:

- Accumulation on a World Scale (1970)
- Neo-Colonialism In West Africa (1971)
- Unequal Development (1973)
- The Law of Value and Historical Materialism (1978)
- Class and Nation, Historically and In the Current Crisis (1980)
- Future Of Maoism (1981)
- The Arab Economy Today (1982)
- Eurocentrism (1989)
- Delinking (1990)
- Maldevelopment (1990)
- The Future of Socialism (1990)
- Empire Of Chaos (1993)
- Re-reading the Postwar Period (1994)
- Capitalism In the Age Of Globalization (1997)
- Obsolescent Capitalism (2003)
- The Liberal Virus (2003)
- A Life Looking Forward (2006)
- Beyond Us Hegemony (2006)
- The People's Spring (2008)
- Ending the Crisis Of Capitalism or Ending Capitalism (2009)
- Global History (2010)
- Food Movements Unite (2011)
- The World We Wish To See (2012)

তথ্যসূত্র:

https://monthlyreview.org/author/samiramin/
http://www.networkideas.org/news-analzsis/2018/09/obituarz-samir-amin-1931-2018/
https://www.epw.in/journal/2018/35/commentary/remembering-samir-amin-1931%E2%80%932018.html
http://weeklyekota.net/?page=details&serial=6777
https://www.questia.com/magazine/1G1-12663251/a-brief-biography-of-samir-amin
https://core.ac.uk/download/pdf/18520158.pdf
https://www.jstor.org/stable/27644279